তারিখ . . 30 JAN 2016 ...
পৃ ... 2 ... কলাম ..... ৬ .....

আমাদের সময়

বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের বেতন নির্ধারণ করবে সরকার

এম এইচ রবিন ● বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বেতন নির্ধারণ করবে সরকার। প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী ক্রমানুপাতিক হারে বাড়ানো হবে ফি ও মাসিক বেতন। সরকারের নির্দেশনা ব্যতিরেকে বর্ধিত হারে আদায়কৃত বেতনের অর্থ ফেরত বা সমন্বয় করতে হবে কর্তৃপক্ষকে। এ বিষয়ে শিগগির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী ক্রমানুপাতিক হারে বাড়বে ফি ও বেতন

মেট্রোপলিটন এলাকায় এমপিওভুক্ত, আংশিক এমপিওভুক্ত এবং এমপিওবহির্ভূত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাংলা মাধ্যম-ইংরেজি ভার্সন– এমন ধরন অনুযায়ী ক্রমানুপাতিক হারে বাড়ানো হবে শিক্ষার্থীদের ফি ও মাসিক বেতন। সরকারের নির্দেশনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্ধিত বেতন ও অন্য ফি আদায় বন্ধ থাকায় পরবর্তী আদেশের অপেক্ষায় আছেন অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমদ এ বিষয়ে আমাদের সময়কে জানান,

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

বেসরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কোনোভাবে নিজেরা মনগড়া ফি-বেতন নির্ধারণ কিংবা বাড়াতে পারে না। এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রবিধানমালা রয়েছে। ভর্তি নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে কোন প্রতিষ্ঠানে কত টাকা সর্বোচ্চ আদায় করতে পারবে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তা অগ্রাহ্য করছে। উচ্চ আদালতের একটি রায়েও বলা আছে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত আদায় করা যাবে না। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে মন্ত্রণালয়।

কী ধরনের শাস্তি হবে– প্রশ্নে চৌধুরী মুফাদ আহমদ জানান, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হয়, আবার শিক্ষকদের বেতনের সরকারের অংশ (এমপিও) প্রদান করা হয়। তাদের বিনামূল্যের পাঠ্যবই সরবরাহ করা হয়। আবার সরকারের কারিকুলাম তাদের অনুসরণ করতে হয়। সুতরাং তারা কোনোভাবেই সরকারের নিয়মের বাইরে নয়। প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন বাতিল কিংবা এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের এমপিও বাতিল করার ক্ষমতা সরকারের রয়েছে। কাউকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে তো শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেওয়া যায় না।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের তদন্তে অভিযোগ পাওয়া গেছে, রাজধানীর উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ; ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ; উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ; বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয়; শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজ; মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল; মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন ও অন্য ফি সরকারের নির্দেশনা ব্যতিরেকেই বাড়ানো হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১৭ জানুয়ারি এক আদেশে পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বর্ধিত বেতন ও অন্য ফি আদায় বন্ধ রাখতে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয়। একই সঙ্গে বলা হয়– মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিংবডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা-২০০৯ অনুযায়ী সরকারের নির্দেশনা সাপেক্ষ, সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিংবডি বা ক্ষেত্রমতো ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষথীদের কাছ থেকে আদায়যোগ্য বেতন ও ফির হার নির্ধারণ করবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জাকির হোসেন ভুঞা আমাদের সময়কে বলেন, পে-স্কেলের দোহাই দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে হারে বেতন-ফি বাড়িয়েছে তা বেশি হয়েছে। সরকারের মতামত ছাড়া এভাবে বেতন-ফি বাড়াতে পারে না। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ে কাজ হচ্ছে। এখন মন্ত্রণালয় ঠিক করবে বেতন-ফি কত টাকা পর্যন্ত আদায় করা যাবে। এক্ষেত্রে মেট্রোপলিটন এলাকায় এমপিওভুক্ত, আংশিক এমপিওভুক্ত এবং এমপিওবহির্ভূত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বাংলা মাধ্যম-ইংরেজি ভার্সন এমন ধরন অনুযায়ী বেতন-ফি বাড়ানো হবে। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার্থীদের বেতন ও ফির হার পুনর্নির্ধারণে সর্বোচ্চ ১০ থেকে ২০ ভাগ বাড়ানোর চিন্তা করছে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষা অধিকার হিসেবে চাই। রাষ্ট্র সবার শিক্ষা নিশ্চিত করবে। বেসরকারিভাবে শিক্ষা বাণিজ্যকরণ চলছে। বাণিজ্যকরণের মাধ্যমে নাগরিকদের শিক্ষা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। যৌক্তিক পর্যায়ে বেতন-ফি নির্ধারণ করা উচিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বেতন সরকারের ঠিক করে দেওয়া উচিত বলেও মত দেন অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবীর।

বিভিন্ন স্কুলের কর্তৃপক্ষ বলছে, নতুন পে-স্কেলের হিসাবে শিক্ষকদের বেতনভাতা বাড়াতে হবে। এই বাড়তি ব্যয়ের সংস্থান করতে শিক্ষার্থীর বেতন-ফি বাড়ানো হয়েছে।

স্কুলগুলোর ভর্তি ও ফি বাণিজ্যের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে হাইকোর্টে রিট করা হয়েছিল। গণসাক্ষরতা অভিযান ও বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) এ রিট করে। গত ৬ ডিসেম্বর এর রায় প্রকাশিত হয়। এতে দেখা যায়, বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও বিচারপতি জাফর আহমেদ রায়ে এ মত দেন, সরকার যে ভর্তি নীতিমালা করেছে, তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই মেনে চলবে। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় সরাসরি বা তার অধীন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভর্তি-ফি বিষয়ক নীতিমালা মেনে চলার বিষয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিশ্চিত করবে। রায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে কঠোর হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলা হয়, নীতিমালা না মানলে মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।